DESH-JANOTAR CHARAA

(SELECTED POLITICAL RHYMES)

COMPOSED BY:
DEWAN ABDUL BASET

PUBLISHED BY:

Marupalash GROUP OF PUBLICATIONS
DHAKA, BANGLADESH

FIRST EDITION:

NATIONAL BOOK FAIR, BANGLA ACADEMY
DHAKA, BANGLADESH
FEBRUARY 2002

INTERNET EDITION
SHIPON
SEPTEMBER 2002

COMPUTER COMPOSED BY:
LUBNA BASET BRISHTI

contact with writer

E-MAIL: marupalash@yahoo.com
dewanbaset@hotmail.com
dewana@ngha.med.sa

দেশ জনতার ছড়া

দেওয়ান আবদুল বাসেত

(বাছাইকৃত রাজনৈতিক ছড়া)

প্রকাশক: মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে জাতীয় গ্রন্থ মেলা ২০০২

গ্রন্থস্বত্ত্ব : বৃষ্টি-নদী-বৈশাখী

ইন্টারনেট দ্বিতীয় প্রকাশ : শিপন
সেপ্টেম্বর ২০০২

কম্পিউটার কম্পোজ: লুবনা বাসেত বৃষ্টি

সুপ্রিয় পাঠক,
ছড়া গ্রন্থটি পড়ার পর আপনার মতামত সরাসরি ছড়াকারকে জানালে বড়ই উপকৃত হবো। তাহলে আপনার মতামত/আলোচনা/সমালোচনা বাংলায় কম্পোজ করে শুধুমাত্র এটাস্‌মেন্টস করে নিম্নলিখিত ই-মেইলে ক্লিক্ করুন। ইংরেজীতেও লিখতে পারেন। আমরা তা মরুপলাশ সাহিত্য পত্রিকার মতামত কলামে প্রকাশ করবো। তা হলে আর ভাবনা কি ? এখনই আপনার ই-মেইল ঠিকানা সহ লিখুন। আপনার ই-মেইলে নিয়মিত ফ্রি কপি প্রেরণ করা হবে।

ই-মেইল : marupalash@yahoo.com
dewanbaset@hotmail.com
dewana@ngha.med.sa

আচ্ছারে ভাই আচ্ছা

আচ্ছারে ভাই আচ্ছা
ভন্ড গুরুর শিষ্য তুমি
নিজকে বলো সাচ্চা (!?)
আচ্ছারে ভাই আচ্ছা...

জনবল ও টাকাকড়ি
কবিরাজের বাতের বড়ি
তোমার সবই লভ্য সহজ
বল্‌গা হরিণ বাচচা !
আচ্ছারে ভাই আচ্ছা...

তেল লাগাতে পাক্কা তুমি
হয়তো দেবে আকাশ চুমি

তুমিই শুধু নিজকে ভাবো
কংশ রাজের বাচচা,
আর সকলে মানুষতো নয়
রাম ছাগলের বাচচা (!?)
আচ্ছারে ভাই আচ্ছা...

সময়ের গুচ্ছ ছড়া

(ক)

মিঠার সঙ্গে মিঠা হবো
বিষ হলে ঠিক বিষ,
ধান্দাবাজের দেখলে ছায়া
হাত করে নিশ্‌পিশ !

(খ)

আমরা কথা বলতে জানি
মিষ্টি মধুর লাচ্ছা,
কিংবা মোরা চলতে জানি
কাচ্চা হরিণ কাচ্চা;
করলে আঘাত এক্কেবারে
কেউটে সাপের বাচ্চা
বলছি যাহা সাচ্ছা !!

(গ)

নিলাজ মিয়া মিষ্টি করে
বললো বড়ো ঝুট্
তার মোসাহেব বিদ্যেমাপে
লম্বা বারো ফুট্ (!?)

সে নাকি খায় দুগ্ধকলা ,
ভুল হলে খায় দুকান মলা !

সড়ক ধরে চলতে গিয়ে
হারায় কেবল রুট্,
তার নাকি সব চালান-পুঁজি
হয়েই গেছে লুট্ (!?)

হালের ছড়া

(ক)

কোন নজরে চাও
আবার কোন সুরে গান গাও,
আমরা অহন বুইঝ্যা গেছি
হগল্ কথার ভাও !!

(খ)

কাঁধে ঝুলে চটের থলে
কাব্য গুরু সাজতে চাও?
ময়লা দাঁত ও মাজতে চাও?
কেউ বাজাতে চায়না তোমায়
নিজে নিজেই বাজতে চাও (!?)

(গ)

মন্ড মিঠাই মন্ড
লাল জিলাপীর খন্ড,
মিঠাই মেখে বললে কথা
বুঝবে হালায় ভন্ড ;
এদের কথায় পা বাড়ালে
পন্ড সকল পন্ড
হায় ! বোকামীর দন্ড !!

সব্যসাচী !?

তিনি নরম-গরম লেখেন
ঠান্ডা-শীতল চরম লেখেন
সভ্য লেখেন
ভব্য লেখেন
এক ফাঁকে অসভ্য লেখেন !?

ইতিকথার কালটি লেখেন
বেশ্যা-মাগীর হাল্‌টি লেখেন ?!
হাংকি লেখেন
পাংকি লেখেন
ডাংকি এবং মাংকি লেখেন ?!
তাতেই নাকি খেতাব পেলেন
সব্যসাচী গুরু !?
আমরা যারা বেকুপ-গাধা
বাদ্য করি শুরু !!

চুক্তি.....

বেকার থেকে মুক্তি দেবো
ঠিকাদারীর চুক্তি দেবো
কাম ও দেবো দাম ও দেবো
নিত্য নতুন নাম ও দেবো ।

কর্ম হবে নারী পাচার
যেম্‌নি বানাও আমের আচার (!?)
আরো সহজ 'ডাইল' এর ব্যাপার
খুন্‌-খারাবী 'ট্রিগার' টেপার !

তাইতো তোমায় অস্ত্র দেবো
টাট্‌কা নোট ও বস্ত্র দেবো
নারী দেবো
গাড়ি দেবো
গুলশানেতে বাড়ি দেবো !
চাইলে সোলার পাওয়ার দেবো
ইস্‌কাটনের টাওয়ার দেবো
ড্রাগের কেইস এ আট্‌কে গেলে
যুক্ত রাষ্ট্রে যাওয়ার দেবো ।

গ্রেনেড দেবো ছুরি দেবো
বুলেট শত কুড়ি দেবো
পুলিশ দেবো
ফাঁড়ি দেবো
হুইস্‌কি এবং 'তারি' দেবো !

তোমার নায়ে পালও দেবো
সাগর নদী খালও দেবো
তিল ও দেবো
তাল ও দেবো
বেনারশের শাল ও দেবো !

জীবন চলার ছন্দ দেবো
বায়ু মৃদু মন্দ দেবো
নিত্য-নতুন ফুলপরীতে
মিষ্টি সদানন্দ দেবো !

কংশ রাজের বংশ দেবো
মাতব্বরীর অংশ দেবো
বাঁচলে সেরা 'কেতাব' দেবো
মরলে শহীদ 'খেতাব' দেবো !

নামটি আমার বলতে মানা
পড়লে ধরা পুলিশ থানা
চোখের ঠারে চলবে শুধু
যেম্‌নি চলে নতুন বধূ !

শিল্প আছে বড়ো বড়ো
চুক্তি আমার এমন তরো
কাম্‌টা করো
দামটা ধরো
বেকার থেকে নইলে মরো !!

আশা

যখন তখন পদ্য দিয়ে ,
কখন আবার গদ্য দিয়ে
চলতো তাহার
কাব্য বাহার
তেলেশ্মাতি খেল্ ,
হায়!জনতার দুঃখে তাহার
বিধঁতো বুকে শেল্ **(!?)**

ভাবটা ছিলো তার
তিনিই সবায় করতে পারেন
পুল্ছেরাত ও পার **(!?)**

করতে পারেন নোবেল বিজয়
এম্নি ছিলো আশা ,
কিন্তু হালার পাব্লিকেরা
ভাঙ্গলো আশার বাসা **!!**

ম্যাজিক আয়না

জেদ্ ধরেছে নায়না
নিজকে হীরু গড়তে এবার কিন্বে ম্যাজিক আয়না !

আয়নাটি তার দেখতে সবে ছুটবে তাহার কাছে
আয়নাতে মুখ দেখতে কেহ ঘুরবে পাছে পাছে ।

কেউ লাগাবে তেল
তেলে আবার ঘাট্তি হলে মারবে তাদের শেল্ !
এমনি কিছু অহংবোধে নামলো কাজে যেই
কর্পূরের ওই স্বপ্ন তাহার উড়ছে অজান্তেই !

সম্ভাবনার দ্বার,
আর খুলেনা আর ,
নায়না নিজে আয়নাটিকে ভাঙ্ছে বারংবার **(!?!)**

চরমপন্থী

সাম্প্রদায়িক শক্তি গুলো,
ছড়ায় বিষের উক্তি গুলো।
মধ্যযুগের প্রেমিকজনে লাফায় তাদের কথায়,
ধর্ম নিয়ে ডিগ্‌বাজী খায় বিশ্বে যথা-তথায় !!

ধর্ম নিয়ে রাজনীতিটা সকল দেশেই গরম
নেইকো এদের শরম
ধর্ম এদের ব্যবসা এরা চরমপন্থী চরম (!!)

ধানাইপানাই

আমরা যারা প্রবাসীরা
রিয়াল, ডলার কামাই,
খাচ্ছে লুটে এয়ারপোর্টে
ইয়াংকীদের জামাই !

আমরা যাদের পুষি
করতে তাদের খুশি ;

রক্ত ঘামের ফসল দিয়ে
জীবন যাদের বানাই,
তারাই দেখো করতে থাকে
যত্তো ধানাই পানাই (!?)

তছলিমার কথা

আমায় ভালো কেউ বাসে না
এবং দেখে কেউ হাসে না
নাইবা বাসুক
নাইবা হাসুক
আমার কিছু যায় আসে না !!

নব্বুই এর ছড়া

তার নাকি সব গোষ্টি-গেরা
পীর নাকি সব বীর ছিলো,
তাই বুঝি তার কথ্য-ভাষণ
লক্ষ্য ভেদী তীর ছিলো (?!)

খুব বড়ো তার দিল ছিলো
অন্ত কথার মিল ছিলো !
উর্বরা সে করলো যতো
অনাবাদি খিল্ ছিলো (!?)

পেঁচক সেদিন বললো ডেকে
পারবেনা আর রেখে-ঢেকে,
কী জানি কী কান্ড দেখে
ক্ষেপলো সবে একে একে !

হঠাৎ সেদিন দেখতে পেলাম
কী জানে কী ঘট্ছিলো
সরল-সিদা পাবলিকেরা
লোকটার ওপর চট্ছিলো--

কিন্তু সেদিন বীরের পোলার
চোখ দু'টিতে নীর ছিলো (!?)
পট্ পটা পট্ ভেঙ্গে গেলো
তার যে খাঁড়া শির ছিলো !!

তাল-বাহানায় পাকা

যাঁদের খুনে দেশটি পেলাম
কিউ কি তাঁদের খুঁজি ?
লোক দেখানো স্মরণ সভা
চক্ষু দু'টি বুজি !

কত্তো মহান নায়ক এলো
শুনছি মধুর বুলি,
বিকৃত সব ইতিহাসের
উড়ছে দেখি ধুলি !

ধর্ম বলো, কর্ম বলো
সব কিছুতেই ফাঁকি,
স্বার্থ হাসিল করতে আবার
আল্লাহ্ রসুল ডাকি !

এই যে আমি, এই যে তুমি
তাল-বাহানায় পাকা ,
চলবেনাতো মনটা সোজা
চলবে আঁকা-বাঁকা !!

বিশ্ব শিশু দিবস

লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে
বিশ্ব শিশু দিবস হয়
রেলের ধারে ওরা যারা
ছিন্নমূল আর ভাগ্যহারা
আধমরা সব নেংটা শিশু
ওদের কথা ক'জন কয় **(!?)**

ঈদের ছড়া

ঈদ আসে ওই
ঈদ আসে
আকাশ কোলে চাঁন হাসে
সুখের ঘরে
আরো সুখের বান আসে ।

ঈদ আসে ওই
ঈদ আসে
হাল দুখীদের দীর্ঘশ্বাসে জিদ্ আসে ।
.....

নিজের মাকে ঘিন্না করে

রকম রকম বাংলাদেশী
কত্তো রকম ‘ফ্যাশন’ ,
জানতে গেলে বল্‌বে কেহ
পাক্‌,ভারতী ‘ন্যাশন’ **(!?)**

বলবে যদি বাংলা কথা
নামবে মুখে নীরবতা !

জবান দিয়ে হিন্দি বেরোয়
ভিন্‌-ভাষাতে ‘বাত’্
বাংলাদেশী বিদেশ এসে
ভুল্‌লো আপন জাত্‌ !

মোটা বেতন পাচ্ছে যারা
ভুল পরিচয় দিচ্ছে তারা !

জাত্‌ পরিচয় দিতে ওরা
বেজায় শরম পায় **(!?)**
নিজের মাকে ঘিন্না করে
বাংলাদেশী হায় !

বাংলা আমার মা জননী
তার বুকেতে সুখের খনি ।

তার নালায়েক ছেলে বলে-
পাকিস্তানই ছিলো-
সবচে’ ভালো । বাংলাদেশে
বিশ্‌ টাকা চাল কিলো---**(!?)**

তিন মিলিয়ন লোকের বুকের
রক্তে স্বাধীনতা শোকের !

ভুলে গেছে একাত্তুরের
রক্ত ঝরার দিন,
ভুলতে থাকে নিজকে নিজে
মনটি এদের হীন্‌ !

হায়রে ওরা ভুলে গেছে
কাচচা টাকায় ফুলে গেছে !

ভুলে গেছে বায়ান্নতে
ভাষার বলি দান,
ভুলে গেছে সব কিছুতে
আপন জাতির মান **(!!)**

.....

ভালোবাসার রাজা

(প্রয়াত বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী)

এক যে ছিলো রাজা
প্রজার তরে ভালোবাসায়
মন ছিলো তাঁর তাজা।

রাজা নিজের ভালোবাসা
বিলিয়ে দিলো যেই,
বুকে তাঁহার বিধঁলো গুলি
নিজের অজান্তেই!

রাজার শিশু খেলো গুলি
উড়লো রানীর মাথার খুলি!

হায়রে! ডাকাত মারলো ঘরের
ছোট্ট-বড়ো সব,
দিকে দিকে শুনতে থাকি
কান্না ভেজা রব।

কিন্তু আজও ডাকাতগুলো
বলছে না তো 'স্যরি'
তাইতো ওদের আমরা সবে
ঘৃনা করি
ঘৃনা করি
ঘৃনা করি !!
হায় ! ভালোবাসার রাজা
ভালোবাসার মূল্য পেলেন
জীবন দিয়ে সাজা !

.....

সাহিত্যের দু টি ছড়া

(১)

সাহিত্যকে বলা চলে
সুন্দরী, অনুপম;
ওকে নিয়ে নাড়া-চাড়া
খুব বেশী হতো কম।

হালে এটা নিয়ে চলে
বড়ো-সড়ো ধান্দা!
বুঝি না এর কিছু আমি
বেবাকুপ, আন্ধা (!?)

(২)

শব্দের জাল-বোনা
লেখকের কাজ,
আপন ভূবনে তারা
রাজ-মহারাজ!।

মেধা আর মণণ
শব্দের গণণ।

ওরা চায় ভালোবাসা
ফুল, পাখি, ভোর;
যার মহাসম্পদ
কলমের জোর।

এটা গেলে ফুড়িয়ে
যাবে সবই গুড়িয়ে

বেড়ে যাবে হামাগুড়ি
গলাটির জোর,
বলবে শেষে - আব্বে হালায়
কিলা আছে তোর ।!

দেশ জনতার ছড়া / চৌদ্দ

স্বাধীনতা তুমি

ক্ষ্যাপা বাউলের এক্‌তারা তুমি নকশী কাঁথার মাঠে,
রবি, নজরুল,
হাছন, লালন,
ক্ষীণ স্রোতা নদী ঘাটে ।

স্বাধীনতা তুমি নীল ডাহুকের রাতভর ডাকাডাকি,
গাঁও- কিশোরীর
আলতা নিয়ে
হাতে পায়ে আঁকা আঁকি ।

মাঝির কণ্ঠে ভাটিয়ালী তুমি চাষীর কণ্ঠে জারি,
মুক্ত পাখি
আকাশ-নীলে
ডানা মেলে সারি সারি ।

স্বাধীনতা তুমি বুকের পাঁজর শিশুর মুখের হাসি,
চপলা কিশোর
খেলার মাঠে
উদাসী রাখাল বাঁশি ।

মান-হারা সেই লাখো মা বোনের রাত-জাগা হাহাকার,
আজো দেখি হায়!
মান তব যায়
দিকে দিকে লাগাতার!

মুজিবুর, জিয়া, ভাসানী তুমি ওসমানীর অবদান,
তিরিশ লাখের
রক্তে ভেজা
লাল সবুজের গান ।

স্বাধীনতা তুমি আমার চোখে বর্ণালী ধারাপাত,
রঙ ধনু চুমি
ষড় ঋতু তুমি
জোছনা ধোয়া রাত ।

.....

দেশ জনতার ছড়া /পনের

চাঁদপুরের ইতিকথা

পাঠান ও মোগল গেলে, এলো ইংরাজ,
গেড়ে বসে তাহাদের জমিদার রাজ।
শেষে এলো পশ্চিমা লোভাতুর চোখ,
লট্‌পাট্‌ও করে খায় মারে কতো লোক!

শোষণের যাঁতাকলে চাঁদপুর পিষ্ট
দেখো আজ আছে তার শ্বাস অবশিষ্ট!

কখনোবা পদ্মা ও মেঘনা মাতাল
বর্ষার ভারে তারা হয়ে বেসামাল –
ভেঙ্গে নেবে ঘর-বাড়ি শহর আর চর,
লোকজনে বেঁচে আছে তবু তার পর!

দেখি তবু চাঁদপুর নিজ পায়ে খাড়া
তাই নিয়ে শতগান, জাগে সুর, সাড়া!

ভৈরবী সুরে তার শত কলতান,
ইলিশের খনি আছে বিধাতার দান!
গোধুলিতে বাজে ওই পূরবীর সুর
সেই সুরে বকুলেরা ঝরে ঝুর ঝুর!

চাঁদপুর নিয়ে জাগে কবিতা ও গান,
তাই বুঝি ওর প্রতি নাড়ি-ছেঁড়া টান!

মোহনার সেরা ছেলে নাসির উদ্‌দীন
আরো কতো হীরে ওই প্রবীন নবীন
ঝরে ঝরে মুছে গেলো নেই তার খোঁজ!
কতো সেমিনার দেখি তবু রোজ রোজ!

তিন শহীদের নাম আজো কেউ জানে না
ইতিহাসবিদ কী তাঁদের কে মানে না?

কতো পাখি গায় আর কতো ফোটে ফুল
জানা নেই নাম ও ধাম করি শুধু ভুল!
‘ফুলছোঁয়া’ গাঁয়ে আছে কবি সামছুল,
মোহনার কানে যিনি তারকার দুল!

চাঁন্শুর পীর নাকি ছিলো তাঁর নাম যে,
যায় করে সেই পীর আবাদের কাম যে ।

পদ্মা ও মেঘনা নদী ডাকাতিয়া,
তিন নদী মোহনায় জাগে তাঁর হিয়া,
চাঁদধোয়া জোছ্নাতে বেজে ওঠে সুর,
মিলে-মিশে তাঁর নামে এলো চাঁদপুর ।

.....

একজন কবি ও তাঁর কবিতা

(চারণ কবি সামছুল হক মোল্লা শ্রদ্ধাভাজনেষু)

বয়সটি তাঁর ষাটের উপর গাল ভরা সব দাড়ি,
কাশফুলের ওই মেলা মাথায় 'ফুলছোঁয়া' তাঁর বাড়ি ।
নানা বলে ডাকছে কেহ, কেউ বলে ভাই-দাদা,
কেউ বলে ওই পাগলা বুড়ো এক্কেবারে হাঁদা ।!

কিন্তু আমি জানতে পারি লোকটা খাঁটি কবি,
গান কবিতায় জুড়ে আছে বঞ্চিতদের ছবি ।
তাঁর কবিতায় নেই যে আাপোষ শোষক যারা আছে,
কুলি-চাষী-জেলে-তাঁতী শ্রেষ্ঠ তাহার কাছে ।

কিন্তু কবির গান-কবিতায় যাদের কথা বলে,
কেউ বোঝেনা তাঁহার কথা-দুঃখ চোখের জলে ।
কেম্নে ওরা বোঝবে তাহা শিক্ষা তাদের নাই যে,
আমরা সবে দত্যি সেজে ওদের চেপে খাই যে ।

আমরা যারা নেতা-ফেতা মিষ্টি কথা দিয়ে,
পাঁচ টাকাতে ওদের নাচাই মিছিল-ব্যানার নিয়ে ।
ওরা সবাই হুজুগ-মাতাল সামনে দিয়ে লাফায়,
মাথাল ফেলে মিছিল করে দিক-বিদিকে কাঁপায় !!

লাগলে গুলী কুলীর বুকে থাকবে নেতা দূরে,
কুলির লাশে 'মওকা' এলে ভাষণ নতুন সুরে ।
কপট নেতার ছল-চাতুরি বোঝবে কবে ওরা ?
এসব কথাই বলছে কবি,জাগ্রে সাথী তোরা ।

আপন দেশে পরবাসী তুই কবির গানে কয়,
লাঙ্গল চলার নেইযে জমি লাফাস্ কেন তয় ?
বাংলাদেশের তোরাই মালিক, তোরাই সেরা-বাছা,
কেড়ে নেরে হিস্সা নিজের দেশকে এবার বাঁচা ।

রুখে দাঁড়া কাল-নাগিনী যেমন ফনা তুলে,
কাম্ড়ে দেরে ইতরগুলো রইবি নাকো ভুলে ।
এই সকলই কবির কথা লিখছে ক'যুগ ধরে ,
ভরাট গলায় গান গেয়ে যায় জেলে-মাঝির তরে ।

আপন-ভোলা এই যে কবি সবার তরে কাঁদে,
সবার তিনি ঘুম ভাঙ্গাতে বুকটি আশায় বাঁধে ।
অর্থ-যশ আর ফন্দি-ফিকির সকল ভুলে গিয়ে;
লিখতে থাকে দিবা-নিশি শূন্য পকেট নিয়ে ।

হাত পাতেনা কারো কাছে কবি সজাগ খ-উ-ব !
বাঘের কাছেও হার মানেনা , না দেয় লোভে ডুব ।
তাঁর যা মধু সব বিলায়ে চাকের মধু শেষ,
তবুও তিনি হাসি-খুশি যেন আছেন বেশ !

জান্তে কেহ দেয়নি তাঁরে কারণ আছে কারণ (!?)
তাঁর লেখা তাই পত্রিকাতে ছাপতে নাকি বারণ !!

দেওয়ান আবদুল বাসেত সম্পাদিত রিয়াদ থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্র *"মরুপলাশ" মোহনা"* এবং *রূপসী চাঁদপুর* পড়ুন। এতে আপনার মতামত ও বিভিন্ন লেখা দিয়ে সমৃদ্ধ করুন। পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে এখন আপনি শিপন সাইটের মাধ্যমে এ তিনটি সাহিত্য পত্রিকা পড়তে পারেন। পড়তে পারেন ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেতের বিভিন্ন ছড়াগ্রন্থ। E-mail: marupalash@yahoo.com
dewanbaset@hotmail.com
dewana@ngha.med.sa